২৫/৯/২০০০

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৫ ...

প্রকাশকরা প্রস্তুত, কিন্তু কার্যাদেশ নেই

এবারো যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক না পাওয়ার আশঙ্কা

শামীমা বিনতে রহমান : চলতি বছরের মে মাস থেকে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের কাজ কর্তৃপক্ষ শুরু করলেও এখন পর্যন্ত পুস্তক ছাপানোর কার্যাদেশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে মেলেনি। ফলে নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পাবে কিনা এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ছাত্র ও শিক্ষক মহলে।

গত ২ সপ্তাহ ধরে প্রাথমিক স্তরের কার্যাদেশ হবে হবে করেও গত মঙ্গলবার পর্যন্ত ছাপাখানাগুলো কাজ করার চূড়ান্ত আদেশ পায়নি। এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সর্বশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম বাংলাদেশ প্রকাশক সমিতিকে জানিয়েছেন, যেকোনো মূল্যে নতুন বছরের শুরুতে নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

অপরপক্ষে, বাংলাদেশ প্রকাশক সমিতি ভোরের কাগজকে জানায়, আর মাত্র ২ মাসের মধ্যে প্রেসগুলো নতুন বছরের ডায়েরি, ক্যালেন্ডার, নোটবুক ছাপানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ওই সময়ে সীমিত সংখ্যক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রায় পৌনে ৫ কোটি বই ছাপানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

অপরদিকে আগস্ট মাসে টেন্ডার আহ্বান করে যাচাই-বাছাই কাজ করে এখন পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক প্রকাশনায় যাওয়ার কার্যাদেশপত্র দেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক প্রকাশনার অগ্রগতি গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশকদের চূড়ান্ত তালিকা সম্পন্ন করা পর্যন্ত এগিয়েছে এবং কার্যাদেশপত্র তৈরি করতে করতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত যাবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক ছাপানোর জন্য দরপত্র প্রদানকারী ৪৫০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৩৫টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কার্যাদেশপত্র পাওয়ার পর ১ কোটি ৯৯ লাখ বই ছাপাতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের পুস্তকগুলোতে কী ধরনের কাগজ ব্যবহার করা হবে সে বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক্রমে এবং ৬০ শতাংশ অনুদানে এবার প্রাথমিক স্তরের পুস্তক প্রকাশনায় প্যাকেজ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ১৫০টি প্যাকেজের আওতায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ৩৩টি পুস্তকের ৪ কোটি ৭৬ লাখ কপি ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৫০টি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানকে। এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কার্যাদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওয়া হয়নি। অথচ নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী সময়মতো পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের কথা জোর দিয়ে বলছেন। এ কারণে দেশের প্রকাশকরা আশঙ্কা করছেন অন্য এক বিপর্যয়ের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রকাশক জানান, সময়মতো পাঠ্যপুস্তক ছাপানো সম্পন্ন না হলে গত বছরের বেক্সিমকোর তত্ত্বাবধানে নিম্নমানের কাগজে যে বইগুলো ছাপা হয়েছে সেগুলো বাজারে চলে আসবে এবং নকল পুস্তক ছাপানোর প্রতিযোগিতা শুরু হবে।